বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)

বর্ষ-০৪ সংখ্যা-০৩

জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯

নিউজলেটার

বন ও বনজ সম্পদের গবেষণায় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

বিএফআরআই ক্যাম্পাসে সংরক্ষিত বনজ বৃক্ষের পরিচিতিমূলক নামফলকের উদ্বোধন

বিএফআরআই এর ক্যাম্পাসটি একটি জীবন্ত বৃক্ষ সংগ্রহশালা। প্রায় ২৮ হেক্টর জায়গা নিয়ে এ ক্যাম্পাসটি গঠিত। এর মধ্যে ২০% জায়গায় অফিস ও আবাসিক এলাকা এবং বাকী অংশ বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীতে পরিপূর্ণ। ২০১৫ সালে ক্যাম্পাসের জরিপে দেখা যায় এখানে ১১২ পরিবারের ৩৯১ জেনাসের অধীনে দেশি বিদেশি ৬০৫ (বৃক্ষ, বীরুৎ, গুল্ম ও লতাজাতীয়) প্রজাতির উদ্ভিদ রয়েছে। এছাড়া ৮ প্রজাতির বেত (Cane Arboretum) এবং Bambusetum এ ২৮ প্রজাতির বাঁশ সংরক্ষিত আছে। এর মধ্যে দুর্লভ ও বিলুপ্তপ্রায় বৃক্ষ ও ঔষধি উদ্ভিদ যেমন রয়েছে তেমনি অর্থনৈতিকভাবে মূল্যবান অনেক উদ্ভিদও রয়েছে। প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ও স্কুল থেকে ছাত্র/ছাত্রী গবেষণা কর্মকান্ড ও ক্যাম্পাস পরিদর্শন করতে আসেন। এমনকি প্রায়ই বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এখানে পরিদর্শনে আসেন। বিশেষ করে উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও ফরেস্ট্রি ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য উদ্ভিদের নাম জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুর্লভ ও মূল্যবান আমাদের উদ্ভিদগুলোর নাম অনেকের কাছেই অজানা। ছাত্র/ ছাত্রী ও জনসাধারণকে এ সংরক্ষিত মূল্যবান উদ্ভিদগুলোর নামের সাথে পরিচিত করতে এবং উদ্ভিদগুলোকে সংরক্ষণে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে উদ্ভিদের পরিচিতিমূলক নামফলক লাগানো হয়। গত ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রি. ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. খুরশীদ আকতার উদ্ভিদের পরিচিতিমূলক নামফলক ইনস্টিটিউট এর বকুল গাছে লাগিয়ে এ কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময়ে আরও উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত দায়িত্ব বিভাগীয় কর্মকর্তা (প্রশাসন) জনাব মো. জাহাঙ্গীর আলম, সিনিয়র রিসার্চ অফিসার জনাব অসীম কুমার পাল, রিসার্চ অফিসার জনাব এ.এইচ.এম জাহাঙ্গীর আলম রিসার্চ এ্যাসিসটেন্ট গ্রেড-১ জনাব ছৈয়দুল আলম এবং সর্বস্তরের কর্মচারীবৃন্দ। ক্যাম্পাসের ১০৭ প্রজাতির ৪১০ টি বিভিন্ন আকারের গাছে নামফলক লাগানো হয়েছে। উদ্ভিদের পরিচিতিমূলক নামফলক লাগানোর কাজটি ইনস্টিটিউটের বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা জনাব মো. জাহাঙ্গীর আলমের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচলানা করা হয়েছে।

পরিচালক ও বিভাগীয় কর্মকর্তা (প্রশাসন) দেশি প্রজাতির বকুল গাছে নামফলক লাগিয়ে কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করছেন

উৎসঃ ছৈয়দুল আলম, আর. এ (গ্রেড-১), বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ।

বিএফআরআই-এ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৭ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি. বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. খুরশীদ আকতার। এছাড়া বন ব্যবস্থাপনা উইং এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. মো. মাসুদুর রহমান, গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. রফিকুল হায়দারসহ বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা, সিনিয়র রিসার্চ অফিসার ও রিসার্চ অফিসারগণ এবং রিসার্চ এ্যাসিসটেন্ট গ্রেড-১ ও ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা উক্ত আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল শীর্ষক আলোচনা সভায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

আলোচনা সভার উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা দেওয়া এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা। Introduction to NIS, Background of NIS, Outline of National Integrity Strategy, Institutional arrangement for NIS implementation ইত্যাদি বিষয়গুলোর উপর কাষ্ঠ সংরক্ষণ বিভাগের সিনিয়র রিসার্চ অফিসার জনাব মো. আনিসুর রহমান এবং বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের সিনিয়র রিসার্চ অফিসার জনাব অসীম কুমার পাল বিশদ আলোচনা করেন।

রাসায়নিক সংরক্ষণী প্রয়োগে বাঁশের ব্যবহারিক আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি

বাঁশ বাংলাদেশের একটি অতি প্রয়োজনীয় বনজ সম্পদ। এটি গ্রামাঞ্চলে ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, কৃষিকাজ এবং বিভিন্ন পণ্য তৈরিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শহরাঞ্চলেও প্রচুর বাঁশ ব্যবহৃত হয়। বাঁশ ব্যবহারের প্রধান অসুবিধা হলো পানি ও মাটির সংস্পর্শে ২-৩ বছরের বেশি টিকে না। পোকা-মাকড় ও ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সম্পূর্ণ ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। বাঁশ খোলা অবস্থায় পানি ও মাটির সংস্পর্শে মাত্র ১-৩ বছর স্থায়ী হয় অন্যদিকে প্রক্রিয়াজাত করলে ৫-৬ গুণ সময় বেশি টিকে থাকে। স্বল্পস্থায়ী বাঁশ সংরক্ষণ করে ব্যবহার করলে অদূর ভবিষ্যতে চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে বিদ্যমান অসমতা বহুলাংশে কমে আসবে।

ঘর, সাঁকো, মই ইত্যাদি তৈরিতে লম্বা বাঁশ প্রয়োজন হয়। বুশারী প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ বা আস্ত বাঁশ সংরক্ষণ করা যায়। এ প্রক্রিয়ায় বাঁশ সংরক্ষণ করার সময়কাল এবং সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা নির্ভর করে বাঁশের প্রজাতি, বয়স ও জলীয় অংশের পরিমাণের উপর। বাঁশ সংরক্ষণ করতে সদ্য কাটা বাঁশ প্রয়োজন হয়। এ প্রক্রিয়ায় বাঁশ সংরক্ষণের জন্য আড়াই থেকে তিন বছর বয়সের সদ্য কাটা বাঁশ ডাল-পালাসহ সংরক্ষণ করা হয়। বাঁশে জলীয় অংশের পরিমাণ যত বেশি হবে এ প্রক্রিয়া তত বেশি কার্যকর হবে। তাই বর্ষা কালেই ভাল ফলাফল পাওয়া যায়, শুষ্ক মৌসুমে সংরক্ষণ করতে বেশি সময় লাগে। বুশারী পদ্ধতিতে বাঁশ সংরক্ষণ করার জন্য একটি সাধারণ মেশিনের প্রয়োজন হয়। মেশিনটি তৈরি করতে ১.০-১.৫ ফুট লম্বা ও ৩ ইঞ্চি ব্যাসের একটি মাইল্ড স্টীল বা ইস্পাত নল এবং বাঁশের সংযোগকারী রাবারের হোজ পাইপ প্রয়োজন হয়। এছাড়া ভাল্ব (যা সাইকেল বা মটর গাড়ীতে ব্যবহৃত হয়), সাইকেল পাম্প, নাইলন রশি, হাইড্রোমিটার (১.০০ - ১.২০), হাত করাত, রেঞ্চ, বালতি, মগ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। বুশারী পদ্ধতিতে বাঁশ সংরক্ষণ করার জন্য ২০% ঘনত্বের কপার-ক্রোম-বোরন (সিসিবি) দ্রবণ প্রয়োজন হয়। কপার সালফেট, সোডিয়াম ডাইক্রোমেট ও বোরিক এসিড (সিসিবি) ২:২:১ অনুপাতে নিয়ে মোট রাসায়নিক দ্রব্যের চার গুণ পানির সাথে মিশিয়ে ২০% ঘনত্বের সিসিবি দ্রবণ তৈরী করা হয়। হাইড্রোমিটারে দ্রবণের ঘনত্ব ১.১১-১.১২।

সদ্য কাটা কঞ্চিসহ বাঁশ ঝাড় থেকে এনে গোড়ার দিকে শেষ পর্বের (গোড়ার গিটে) ঠিক উপরে রাবার হোজ পাইপের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে বায়ুরুদ্ধ করে বেঁধে দিতে হয়। এরপর ভেসেলের মধ্যে ২০% ঘনত্বের সিসিবি দ্রবণ ঢেলে তাতে সাইকেল পাম্পের সাহায্যে বায়ুচাপ প্রয়োগ করা হয়। বায়ুর চাপের পরিমাণ হবে ৩০-৪০ পিএসআই । চাপ ধরে রাখার জন্য প্রতি ৫-১০ মিনিট পরপর পাম্প করার প্রয়োজন হতে পারে। বায়ুচাপ প্রয়োগ করার সাথে সাথেই (কয়েক মিনিটের মধ্যে) বাঁশের আগা থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে স্যাপ বা প্রাণরস নির্গমন শুরু হয়ে যায়। একেবারে শুরুতে হালকা বর্ণের প্রাণরস বেরিয়ে আসে।

৩য় পৃষ্ঠায় .....

সদ্য কাটা বাঁশ

সংরক্ষণী প্রয়োগ

বাঁশের আগা দিয়ে বের হওয়া দ্রবণের ঘনত্ব পরীক্ষার জন্য হাইড্রোমিটার যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। বর্হিগত দ্রবণের ঘনত্ব যখন প্রাথমিক দ্রবণের ঘনত্বের অর্ধেক হয় অর্থাৎ হাইড্রোমিটারে যখন ১.০৫-১.০৬ হয় তখন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয়েছে মনে করতে হবে। সাধারণত ২০-২৫ ফুট দীর্ঘ বাঁশ প্রক্রিয়াজাত করতে প্রায় এক ঘন্টা সময় লাগে। সম্মুখ দিক দিয়ে বর্হিগত দ্রবণ একটা প্লাস্টিকের পাত্রে ১২ ঘন্টা রাখার পর উপর থেকে পরিষ্কার দ্রবণ অন্য পাত্রে ঢেলে নিতে হবে। পাত্রে আরও কিছু সংরক্ষণী চুর্ণ মিশাতে হবে যতক্ষন না তার ঘনত্ব ১.১১-১.১২ তে গিয়ে পৌছে। বাঁশ সংরক্ষণ করার পর ১-২ দিন ছায়ায় রেখে ব্যবহার করা যাবে। কাষ্ঠ সংরক্ষণে কর্মরত শ্রমিকদের সবসময় হাতে দস্তানা এবং চোখে চশমা পরতে হবে। রাসায়নিক সংরক্ষণী দ্রব্যাদি শিশু ও গবাদি পশুর নাগালের বাহিরে রাখতে হবে।

গবেষণায় পরিলক্ষিত হয় স্বল্পস্থায়ী কাঠ/বাঁশ সংরক্ষণ করে ব্যবহার করলে মূল্যবান কাঠের মত টেকসই হয়। এর ফলে কাঠ/বাঁশের চাহিদা হ্রাস পাবে এবং সরবরাহ বাড়বে। স্বল্পস্থায়ী কাঠ/বাঁশ সংরক্ষণ করে ব্যবহার করলে অদূর ভবিষ্যতে চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে বিদ্যমান অসমতা বহুলাংশে কমে আসবে।

উৎস ঃ কাষ্ঠ সংরক্ষণ বিভাগ

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, লামা, বান্দরবান এ "মৌমাছি পালন, মিশ্র বাগান সৃজন এবং ঔষধি উদ্ভিদের চাষ" বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

গত ০১-০৩ মার্চ ২০১৯ খ্রি. বান্দরবান পার্বত্য জেলার লামা উপজেলার দৃষ্টিনন্দন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে "পাহাড়ি এলাকায় মৌমাছি পালন', 'কোথায় কী গাছ লাগাবেন ও মিশ্র বাগান সৃজন' এবং 'ঔষধি উদ্ভিদের চারা উত্তোলন চাষ ও ব্যবহার" বিষয়ক ০৩

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন,বান্দরবান,লামায় প্রশিক্ষণ কর্মশালায় পরিচালকসহ উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ০১ মার্চ ২০১৯ খ্রি. তারিখ প্রথম দিনের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের অর্গানিয়ার জনাব মো. আরিফুর রহমান। উক্ত দিন 'পাহাড়ি এলাকায় মৌমাছি পালন' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের বন্ রক্ষণ বিভাগের গবেষণা সহকারী জনাব মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান। পাহাড়ি এলাকায় কাজের পাশাপাশি মৌমাছি পালন করে আর্থিকভাবে যেমন লাভবান হওয়া যাবে তেমনি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

০২ মার্চ ২০১৯ খ্রি. তারিখ 'কোথায় কী গাছ লাগাবেন ও মিশ্র বাগান সৃজন' বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. খুরশীদ আকতার। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের কৃষি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব মো. সেকান্দার হায়াত চৌধুরী। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, লামায় ২৬ প্রজাতির বাঁশ নিয়ে ব্যাম্বুরিয়াম গঠনে সহযোগিতা করায় তিনি বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এর পরিচালক মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এছাড়া কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, লামায় একটি পাহাড় শুধু বিলুপ্তপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতি সংরক্ষণে বনায়ন করা হবে সেখানে পরিচালক মহোদয়কে সহযোগিতা প্রদানের জন্য আহ্বান জানান।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান প্রশিক্ষণার্থীগণ বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। বিএফআরআই কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনকে এর আগে 'বাঁশ ঝাড় ব্যবস্থাপনা', 'কঞ্চি-কলম পদ্ধতিতে বাঁশ চাষ', 'আগর সঞ্চয়ন, নিষ্কাশন ও মান নির্ধারণ' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর করেছে, ভবিষ্যতে এরূপ আরও প্রশিক্ষণ অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের ক্যাম্পাসে ২৬ প্রজাতির বাঁশ নিয়ে ব্যাম্বুরিয়াম গঠন করায় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং

৪র্থ পৃষ্ঠায় .....

উল্লিখিত পাহাড়ে বিলুপ্তপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতির সংরক্ষণে বনায়নের জন্য সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদান করা হবে বলে আশ্বাস প্রদান করেন। 'কোথায় কী গাছ লাগাবেন ও মিশ্র বাগান সৃজন' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের সিলভিকালচার রিসার্চ বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা জনাব নসরত বেগম এবং রিসার্চ অফিসার জনাব লায়লা আবেদা আক্তার। ০৩ মার্চ ২০১৯ খ্রি. তারিখ প্রশিক্ষণ কর্মসূচির শেষ দিন 'ঔষধি উদ্ভিদের চারা উত্তোলন, চাষ ও ব্যবহার' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগের রিসার্চ অফিসার জনাব মো. শাহ আলম। পরিশেষে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমন্বয়ক প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ইউনিটের আহ্বায়ক ও সিনিয়র রিসার্চ অফিসার জনাব মো.আনিসুর রহমান প্রশিক্ষকবৃন্দ, প্রশিক্ষণার্থী ও কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনকে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

নাটোর জেলায় বিএফআরআই এর প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ৩০ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি. নাটোর জেলার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বিএফআরআই এর প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের বন ব্যবস্থাপনা উইং এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. মো. মাসুদুর রহমান। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাটোর জেলার জেলা প্রশাসক জনাব মো. শাহ রিয়াজ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাটোর জেলার পুলিশ সুপার

জনাব সাইফুল্লাহ আল মামুন। কর্মশালায় উক্ত জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রেসক্লাব সভাপতি, বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দ, স্কুল ও কলেজের প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, জেলা চেম্বার, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল, আইনজীবী সমিতি, নার্সারি মালিক সমিতির প্রতিনিধি, ফার্নিচার ও কাঠ ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

সভাপতি তাঁর বক্তব্যে ইনস্টিটিউটের পরিচিতি, উদ্দেশ্যসমূহ, চলমান গবেষণা কর্মকান্ড এবং মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারিত প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি তাঁদের বক্তব্যে দেশের বনজসম্পদের উপর গুরুত্বারোপের সাথে সাথে পরিবেশ ভারসাম্য রক্ষায়

নাটোর জেলার প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক কর্মশালায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

বনজসম্পদের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। সেই সাথে উক্ত এলাকায় কী ধরণের গাছ রোপণ করা যাবে সে বিষয়ে মতামত জানতে চান। কর্মশালায় বনজসম্পদ উইং ও বন ব্যবস্থাপনা উইং এর প্রযুক্তিসমূহ উপস্থাপন করেন যথাক্রমে বন রসায়ন বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ জাকির হোসাইন এবং বন্যপ্রাণী শাখার সিনিয়র রিসার্চ অফিসার জনাব মো. আনিসুর রহমান।

১০ম চট্টগ্রাম ফার্নিচার মেলায় বিএফআরআই এর অংশগ্রহণ

গত ২২-২৭ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি. বাংলাদেশ ফার্নিচার শিল্প মালিক সমিতি, চট্টগ্রাম কর্তৃক আয়োজিত ০৬ দিনব্যাপী ১০ম ফার্নিচার মেলা-২০১৯ জিইসি কনভেনশন সেন্টার চট্টগ্রাম এ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মেলায় বিএফআরআইসহ বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান মেলায় অংশগ্রহণ করে।

জি.ই.সি কনভেনশন সেন্টারে ১০ম চট্টগ্রাম ফার্নিচার মেলায় স্থাপিত বিএফআরআই এর স্টল

সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এবং বেসরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যেমনঃ পারটেক্স ফার্নিচার, ব্রাদার্স ফার্নিচার, লিগাসি ফার্নিচার, লাক্সারী ফার্নিচার, শৈল্পিক ফার্নিচার, ক্রিয়েটিভ ফার্নিচারসহ আরো অনেক প্রতিষ্ঠান।

মেলায় বিএফআরআই এর ফার্নিচার ভিত্তিক বিভিন্ন গবেষনা প্রযুক্তি যেমন ঃ বাঁশের তৈরি চেয়ার, সোফাসেট, টেবিল, দরজা, খাট ও আলনা প্রভৃতি, ফেলনা কাঠের তৈরি আর্কষণীয় সামগ্রী, কাঠ সিজন করার সৌর চুল্লীর মডেল, সিমেন্ট বন্ডেড পার্টিকেল বোর্ড দিয়ে তৈরি ঘরের মডেল ইত্যাদি উপস্থাপন করা হয়। উদ্ভাবিত বাঁশের কম্পোজিট ফার্নিচার, সংরক্ষণী প্রয়োগকৃত রাবার কাঠের ফার্নিচার, বাঁশ ও কাঠ সংরক্ষণী প্রযুক্তি ও সৌর চুল্লীর সাহায্যে কাষ্ঠ শুষ্কিকরণ পদ্ধতি প্রদর্শন করা হয় যা দর্শনার্থীদের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগায়। আয়োজক সংস্থা মেলায় অংশগ্রহণ করার জন্য বিএফআরআইকে ধন্যবাদ জানান ও সন্মাননা সূচক ক্রেস্ট প্রদান করেন।

মৌলভীবাজার জেলায় বিএফআরআই এর প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

মৌলভীবাজার জেলায় প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক কর্মশালায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

গত ২৭ মার্চ ২০১৯ খ্রি. মৌলভীবাজার জেলার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বিএফআরআই এর প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের বন ব্যবস্থাপনা উইং এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. মো. মাসুদুর রহমান। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসনের স্থানীয় সরকার শাখার উপ-পরিচালক জনাব মোহাম্মদ রোকন উদ্দিন এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৌলভীবাজারের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জনাব আশরাফুর রহমান (উপসচিব) ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক জনাব মো. শাহজাহান। কর্মশালায় উক্ত জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রেসক্লাব সভাপতি, বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দ, স্কুল ও কলেজের প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, জেলা চেম্বার, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল, আইনজীবী সমিতি, নার্সারি মালিক সমিতির প্রতিনিধি, ফার্নিচার ও কাঠ ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধি এবং বিএফআরআই এর বিভিন্ন ভোক্তগোষ্ঠীর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ইউনিটের আহ্বায়ক জনাব মো. আনিসুর রহমান। কর্মশালায় বনজসম্পদ উইং ও বন ব্যবস্থাপনা উইং এর প্রযুক্তিসমূহ উপস্থাপন করেন যথাক্রমে বন রসায়ন বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ জাকির হোসাইন এবং বন্যপ্রাণী শাখার সিনিয়র রিসার্চ অফিসার জনাব মো. আনিসুর রহমান।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন বিএফআরআই এর উদ্ভাবিত প্রযুক্তি পরিচিতির মাধ্যমে অনেকেই উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারে। ভবিষ্যতে প্রযুক্তিসমূহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে এমন আয়োজন অব্যাহত রাখার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। বিশেষ অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন গবেষণার স্বার্থকতা হলো এর সুফল ভোক্তাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। বিএফআরআই এর এই প্রচেষ্টা আরো ফলপ্রসূ হবে যদি আমরা এই প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্যোগী হই এবং অন্যকে ব্যবহারে উৎসাহিত করি। উপ-পরিচালক (কৃষি সম্প্রসারণ) তাঁর বক্তব্যে বলেন জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবের ঝুঁকির তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশের অবস্থান। এ ঝুঁকি মোকাবিলায় বৃক্ষের উপর চাপ কমিয়ে বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহারে সচেষ্ট হওয়া আমাদের নিজেদের বেঁচে থাকার স্বার্থেই প্রয়োজন। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে ইনস্টিটিউটের পরিচিতি, উদ্দেশ্যসমূহ, চলমান গবেষণা কর্মকান্ড এবং মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারিত প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন। সবশেষে সভাপতি মহোদয় সুন্দরভাবে কর্মশালাটি আয়োজনে সহযোগিতা করার জন্য জেলা প্রশাসন ও মৌলভীবাজার জেলাবাসীকে ধন্যবাদ জানান।

বিএফআরআই এ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০১৯ উদ্‌যাপন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৬ মার্চ ২০১৯ খ্রি. মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০১৯ এ বিএফআরআই এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ইনস্টিটিউটে প্রতিষ্ঠিত শহীদবেদীতে শহীদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও মোনাজাত করেন। উক্ত দিবস উপলক্ষ্যে বিএফআরআই অডিটোরিয়ামে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. খুরশীদ আকতার। মহান স্বাধীনতা দিবসের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জনাব মো. জাহাঙ্গীর আলম, বিভাগীয় কর্মকর্তা (প্রশাসন), গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. রফিকুল হায়দার এবং বীজ বাগান বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. হাসিনা মরিয়ম। সভায় বক্তারা দেশ মাতৃকাকে মুক্ত করার জন্য যেসব অকুতোভয় বীর শহীদ হয়েছেন তাঁদের স্মৃতির স্মরণে বঙ্গবন্ধুর কন্যা ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী

শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ

স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা সভায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

এবং যুদ্ধকালীন সময়ের স্মৃতিচারণমূলক ও মহান স্বাধীনতার ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে বক্তারা বক্তব্য প্রদান করেন। এছাড়া ১ম শ্রেণি, ২য় শ্রেণি, ৩য় শ্রেণি ও ৪র্থ শ্রেণি সমিতির পক্ষ থেকে স্বাধীনতা দিবসের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তারা বক্তব্য প্রদান করেন। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন শেখ হাসিনার যোগ্য নেতৃত্বে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে যার যার অবস্থানে থেকে ও ইনস্টিটিউটকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সকলকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

মানিকগঞ্জ জেলায় বিএফআরআই এর প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

মানিকগঞ্জ জেলায় প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক কর্মশালায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি. মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বিএফআরআই এর প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ইনস্টিটিউটের বন ব্যবস্থাপনা উইং এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. মো. মাসুদুর রহমান। কর্মশালায় প্রধান ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে মানিকগঞ্জের জেলা প্রশাসক জনাব এস এম ফেরদৌস এবং ঢাকা সামাজিক বন বিভাগের বিভাগীয় বন কর্মকর্তা জনাব উম্মে হাবিবা। কর্মশালায় বন ব্যবস্থাপনা উইং এর প্রযুক্তিগুলো উপস্থাপন করেন প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ইউনিটের আহ্বায়ক ও সিনিয়র রিসার্চ অফিসার জনাব মো. আনিসুর রহমান এবং বনজ সম্পদ উইং এর প্রযুক্তিগুলো উপস্থাপন করেন বন রসায়ন বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ জাকির হোসাইন। উক্ত কর্মশালায় সভাপতি তাঁর বক্তব্যে ইনস্টিটিউটের পরিচিতি, উদ্দেশ্যসমূহ, চলমান গবেষণা কর্মকান্ড এবং মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারিত প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন।প্রধান ও বিশেষ অতিথি তাদের বক্তব্যে বলেন গাছ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই দেশের বন ও বনজ সম্পদ রক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে এবং পতিত জায়গাগুলোতে দেশীয় প্রজাতির গাছ বেশি করে লাগাতে হবে। কর্মশালায় উক্ত জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রেসক্লাব সভাপতি, বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দ, স্কুল ও কলেজের প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, জেলা চেম্বার, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল, আইনজীবী সমিতি, নার্সারি মালিক সমিতির প্রতিনিধি, ফার্নিচার ও কাঠ ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

বিএফআরআই এ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মদিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

জাতির জনকের জন্ম দিবসের আলোচনা সভায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০০ তম জন্মদিন (৯৯তম জন্মবার্ষিক) এবং জাতীয় শিশু দিবস-২০১৯ উপলক্ষ্যে গত ১৭ মার্চ ২০১৯ খ্রি. বিএফআরআই অডিটোরিয়ামে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. খুরশীদ আকতার। বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবন, রাজনীতি ও শৈশব নিয়ে আলোচনা করেন বিভাগীয় কর্মকর্তা (প্রশাসন) জনাব মো. জাহাঙ্গীর আলম, বীজ বাগান বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. হাসিনা মরিয়ম, সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. মাহবুবুর রহমান এবং ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি সমিতির নেতৃবৃন্দ। সভাপতি তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই জাতির জনকের শুভ জন্মদিনে তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন একটি নির্দিষ্ট কালের নয় বরং তিনি চিরকালের, চির অমলিন। তাঁকে স্মরণ করার মাধ্যমে তাঁর জীবনকে ধারণ করে, আদর্শ ও চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে প্রত্যেকের নির্ধারিত দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হওয়ার জন্য ইনস্টিটিউটের সকলের প্রতি তিনি আহ্বান জানান।

রিসার্চ অফিসার এস.এম জহিরুল ইসলামের পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বন ইনভেন্টরী বিভাগের রির্সাচ অফিসার জনাব এস.এম. জহিরুল ইসলাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন জামাল নজরুল ইসলাম গণিত ও ভৌত বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র হতে "Mathematical Models for Growth, Yield and Carbon Storage of Agar (*Aquilaria malaccensis* Lam.) Plantations in Bangladesh" শীর্ষক শিরোনামে গবেষণা কাজের জন্য পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন। গত ১৭ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রি. বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫১৯ তম সিন্ডিকেট সভায় তাঁর পিএইচডি ডিগ্রি অনুমোদন করা হয়। তার গবেষণালব্দ ফলাফলের সাহায্যে বাংলাদেশ বন বিভাগ এবং ব্যক্তিমালিকনায় দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে অর্থনৈতিকভাবে বিপুল চাহিদাকৃত সম্ভাবনাময় আগর গাছের লাগসই ব্যবস্থাপনা, সঠিক বাজারজাতকরণ, চাহিদা ও যোগানের সঠিক তথ্য জানতে পারবে। তাছাড়া আগর গাছের কার্বন ধারণের পরিমাণ নির্ণয় করে বৈশ্বিক জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা সম্পর্কে জানা যাবে।

চাঁদপুর জেলায় বিএফআরআই এর প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

চাঁদপুর জেলার প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক কর্মশালায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

গত ২১ মার্চ ২০১৯ খ্রি. চাঁদপুর জেলা প্রশাসনের সহায়তায় চাঁদপুর জেলার জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বিএফআরআই এর প্রযুক্তি পরিচিতি বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিএফআরআই এর বন ব্যবস্থাপনা উইং এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. মো. মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাঁদপুরের জেলা প্রশাসক জনাব মো. মাজেদুর রহমান খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চাঁদপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক জনাব মো. আব্দুর রশীদ। কর্মশালায় উক্ত জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, প্রেসক্লাব সভাপতি, বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দ, স্কুল ও কলেজের প্রতিনিধি, এনজিও প্রতিনিধি, জেলা চেম্বার, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল, আইনজীবী সমিতি, নার্সারি মালিক সমিতির প্রতিনিধি, ফার্নিচার ও কাঠ ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধি এবং বিএফআরআই এর বিভিন্ন ভোক্তাগোষ্ঠীর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ইউনিটের আহ্বায়ক জনাব মো. আনিসুর রহমান। কর্মশালায় বনজসম্পদ উইং ও বন ব্যবস্থাপনা উইং এর প্রযুক্তিসমূহ উপস্থাপন করেন যথাক্রমে মণ্ড ও কাগজ বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. ডেইজি বিশ্বাস এবং বন্যপ্রাণী শাখার সিনিয়র রিসার্চ অফিসার জনাব মো. আনিসুর রহমান। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন বিএফআরআই এর উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বৃক্ষ ও পরিবেশ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রযুক্তিগুলো সবাইকে ব্যবহারের জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। বিশেষ অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন বিএফআরআই এর উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ আরও ব্যাপকভাবে জনগণের মধ্যে পরিচিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। জনগণ যত বেশি এ প্রযুক্তি সম্পর্কে জানতে পারবে এবং বাস্তব জীবনে ব্যবহার করতে পারবে ততই দেশের উন্নতি সাধিত হবে। সবশেষে সভাপতি মহোদয় সুন্দরভাবে কর্মশালাটি আয়োজনে সহযোগিতা করার জন্য জেলা প্রশাসন ও চাঁদপুর জেলাবাসীকে ধন্যবাদ জানান।

বিএফআরআই এ অর্ধ-বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতি ২০১৮-১৯ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১৮ মার্চ ২০১৯ খ্রি. বিএফআরআই এ দিনব্যাপী অর্ধ-বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতি ২০১৮-১৯ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিএফআরআই এর পরিচালক ড. খুরশীদ আকতার এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন অত্র ইনস্টিটিউট এর বন ব্যবস্থাপনা উইং এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. মো. মাসুদুর রহমান। স্বাগত বক্তব্যে তিনি বিএফআরআই এর গবেষকদের বন ও বনজ সম্পদের উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনে আরো সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি গবেষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরো দক্ষ করে গড়ে তোলার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে গবেষকদের জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় আরো যুগোপযোগি গবেষণা কর্মকান্ড এবং ভোক্তাগোষ্ঠীর চাহিদা বিবেচনা করে সুদূরপ্রসারি গবেষণা কর্মকান্ড পরিচালনা করার আহ্বান জানান। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর দুটি কারিগরী সেশনের মাধ্যমে ১৭ টি গবেষণা বিভাগের চলমান গবেষণা স্টাডিসমূহের অর্ধ-বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়।

অর্ধ-বার্ষিক কর্মশালায় সভাপতিসহ অন্যান্য অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

প্রথম সেশনের চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন করেন বন ব্যবস্থাপনা উইং এর মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা ড. মো. মাসুদুর রহমান। এ সেশনে সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ, ম্যানগ্রোভ সিলভিকালচার রিসার্চ বিভাগ, প্লান্টেশন ট্রায়াল ইউনিট বিভাগ, গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগ, কাষ্ঠ যোজনা বিভাগ, বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, বন রক্ষণ বিভাগ, সিলভিকালচার রিসার্চ বিভাগ এবং বন্যপ্রাণী শাখার অর্ধ-বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়।

৮ম পৃষ্ঠায় .....

দ্বিতীয় সেশনের চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন করেন আরবিআরটিসির প্রকল্প পরিচালক এবং গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. রফিকুল হায়দার। এ সেশনে বন রসায়ন বিভাগ, কাষ্ঠ শুষ্কিকরণ ও শক্তি নিরূপণ বিভাগ, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, বন ইনভেন্টরি বিভাগ, মণ্ড ও কাগজ বিভাগ, বন অর্থনীতি বিভাগ, কাষ্ঠ কারিগরি ও প্রকৌশল বিভাগ এবং প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ইউনিটের অর্ধ-বার্ষিক গবেষণা অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়। গবেষণা অগ্রগতি উপস্থাপন শেষে উন্মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা, সিনিয়র রিসার্চ অফিসার, রিসার্চ অফিসার, ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর এবং রিসার্চ এ্যাসিসটেন্ট (গ্রেড-১) পদের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

মধুপুর, টাঙ্গাইলে "প্লাসট্রি /মাতৃবৃক্ষ নির্বাচন, বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং QPM এর ব্যবহার" শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রধান অতিথিসহ প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রি. বিএফআরআই এর অধীন বীজ বাগান বিভাগের বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন খাতভুক্ত প্রকল্প "মানসম্পন্ন বীজের উৎসের উন্নয়ন ও পরিজ্ঞাতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মধুপুর, টাঙ্গাইলে প্লাসট্রি/ মাতৃবৃক্ষ নির্বাচন, বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং QPM (Quality Planting Materials) ব্যবহার শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএফআরআই এর পরিচালক ড. খুরশীদ আকতার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীজ বাগান বিভাগের বিভাগীয় কর্মকর্তা ড. হাসিনা মরিয়ম। এছাড়া BFIDC এর মধুপুর অঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বন অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিভাগের ফরেস্টার ও বাগানমালীকগণ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মচারীগণ এবং মধুপুরের বিভিন্ন নার্সারি মালিকসহ ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে মাতৃবৃক্ষ নির্বাচন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ এর পাশাপাশি বংশগতজাত উন্নয়ন ও এদের QPM সমূহ বনায়নকারীদের কাছে সহজলভ্য ও বিষয়টি সর্বসাধারণের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যই প্রশিক্ষণ কোর্সটির আয়োজন করা হয়।

বিএফআরআই এ আন্তর্জাতিক বন দিবস-২০১৯ উদ্‌যাপন

আন্তর্জাতিক বন দিবসের আলোচনা সভায় উপস্থিত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

গত ২১ মার্চ ২০১৯ খ্রি. বিএফআরআই এর পরিচালক ড. খুরশীদ আকতারের সভাপতিত্বে আন্তর্জাতিক বন দিবস উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এবারের বন দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় "Forest and Education : Learn to Love Forests" এ বছর আন্তর্জাতিক বন দিবসের প্রধান উদ্দেশ্যে ছিল শিশু-কিশোরদের বন ও বন সংরক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে উৎসাহিত করা। উক্ত সভায় Key note Speaker হিসেবে বক্তব্য উপস্থাপন করেন বিভাগীয় কর্মকর্তা (প্রশাসন) মো. জাহাঙ্গীর আলম।

তিনি বন সংরক্ষণের গুরুত্ব, জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের কারণ এবং জীববৈচিত্র্য কিভাবে সংরক্ষণ করা যায় এ বিষয়গুলোর উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেন বন, মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রয়োজনে সুদূর অতীত থেকে মানব সমাজ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বন ও বনের গাছপালার উপর নির্ভরশীল। তাই সাধারণ মানুষকে বনের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত করতে হবে। এছাড়া তিনি বন দিবসের গুরুত্ব ও বন গবেষক হিসেবে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের করণীয় সম্পর্কে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বিএফআরআই এর সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটি

উপদেষ্টা ঃ ড. খুরশীদ আকতার -	পরিচালক	ড. মো.মাসুদুর রহমান -	মুখ্য গবেষণা কর্মকর্তা
মো. জাহাঙ্গীর আলম -	আহ্বায়ক	অসীম কুমার পাল -	সদস্য-সচিব
মো. মতিয়ার রহমান -	সদস্য	মোহাম্মদ মিছবাহ উদ্দীন-	সদস্য
ছৈয়দুল আলম -	সদস্য		

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।
E-mail: editorbfrinewsletter@gmail.com, web: www.bfri.gov.bd
ফোন ঃ ০৩১-৬৮১৫৭৭, ৬৮১৫৮৬, ২৫৮০৩৮৮